ইমামগণের মতভেদের কারণ

শাইখুল ইসলাম ইব্‌নে তাইমিয়্যাহ

এই প্রবন্ধটি শাইখুল ইসলামের (রহঃ) "রাফ-উল-মা'লাম আন-ইল-আইম্মাত-ইল-আ'লাম" (মহান ইমামদের ওপর আরোপিত অপবাদ দূরীকরণ) থেকে নেওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধে শাইখ (রহঃ) বিখ্যাত এবং ন্যায়পরায়ন ইমামগণের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন যাদেরকে অধিকাংশ মুসলিম অনুসরণ করে। তারা কেন কিছু বিষয়ে মতভেদ পোষণ করেছিলেন এবং কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত হাদীসের বিরেধিতা করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে তিনি দশটির বেশী কারণ এই গ্রন্থে তালিকাভুক্ত করেছেন। তবে এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র প্রথমটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; ইব্‌নে তাইমিয়্যাহ (রহঃ)-এর মতে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শেইখের মতে এর কারণ হলো যে, ইমামদের সুন্নাহ্‌ বিরোধী অনেক মতবাদ দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় এবং তাদের এসব প্রচেষ্টার স্বীকৃতিও রয়েছে। আসলে আমাদের আলেমগণ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। বরং তারা তাদের শুদ্ধতার জন্য এবং ভূলের জন্যও পুরস্কৃত ।আল্লাহ্‌ তাদের উপর রহম করুন। জুহাইর আশ-শাউইস এই গ্রন্থের মন্তব্য এবং পাদটীকা সংযোজন করেছেন; এই প্রবন্ধের অধিকাংশ পাদটীকাই তার থেকে নেয়া।

আল্লাহ্‌র অগণিত রহমতের জন্য সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌র জমীনে অথবা তাঁর আসমানে, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নাই,তিনি এক এবং তার কোন শরীক নাই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তার দাস, রসূল এবং তার নবীদের মধ্যে শেষ নবী। আল্লাহ্‌ তার উপর, তার পরিবারের উপর এবং তার সাহাবীদের উপর তাঁর চিরন্তন শান্তি এবং অবিরাম রহমত প্রেরণ করুন ঐ দিন পর্যন্ত যখন আমরা সবাই তার সাথে মিলিত হব।

মূল আলোচনাঃ

আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার পর; কোরআনের আদেশ অনুযায়ী মুমিনদের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক। প্রধানতঃ আলেমগণই বিশেষভাবে মর্যাদার যোগ্য কারণ তারা নবীদের উত্তরাধিকারী। এবং আল্লাহ্‌ তাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন তারার সাথে তুলনা করার মাধ্যমে, কারণ তাদের মাধ্যমেই অজ্ঞতার যুগে জমিনের এবং সমুদ্রে হিদায়াত ছড়িয়ে পড়ে। এই উম্মতের মুসলিমরা তাদের হেদায়েত এবং জ্ঞানের উপর একমত পোষণ করেছে।

আমাদের নবী (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে প্রত্যেক জাতির আলেমরা ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক। কিন্তু এটা মুসলিমদের ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়, আলেমগণই তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। তারা রাসূলের উত্তরসূরী হিসেবে এই জাতির দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তারা হচ্ছেন তাঁর (সাঃ) বিলুপ্ত হওয়া সুন্নাহ্‌র পুনর্জাগরনকারী, তাদের মাধ্যমে কুরআনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর এর (কুরআনের) মাধ্যমে তারা হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত । তাদের মাধ্যমে কুরআন স্পষ্টভাবে উচ্চরিত হয়েছে আর এর (কুরআনের) মাধ্যমে তারা হয়েছেন একত্রিত।

এই উম্মতের নিকট ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এমন কোন আলেম নেই, যিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) এর কোন একটি সুন্নাহ্‌র বিরোধিতা করেছেন, তা ছোট ক্ষেত্রেই হোক বা বড় ক্ষেত্রেই হোক, প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই রাসূলের অনুসরণের আবশ্যকতার ক্ষেত্রে নিঃসংকোচ ও দৃঢ়তার সাথে একমত। তারা আরো একমত পোষণ করে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) ব্যতীত মানুষের মধ্য থেকে অন্য কারও মতামত কেউ গ্রহণ করতে পারে অথবা নাও করতে পারে।[১]

সেজন্য তাদের মধ্য থেকে যখন কারও মতামত পাওয়া যায় যা সহীহ হাদীসের বিরোধী, নিঃসন্দেহে, তাদের এই বিরোধিতার কিছু কারণ বা ব্যাখ্যা রয়েছে। এই ব্যাখ্যাগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারেঃ

(১) নবী (সাঃ) এটা বলেছে এ ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসের অভাব;

(২) ঐ নির্দিষ্ট বিষয়টির জন্য হাদীসটি প্রাসঙ্গিক, এই বিশ্বাসের অভাব;

(৩) তার বিশ্বাস যে এই হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে;

এই তিনটি ব্যাখ্যার সমর্থনে কিছু কারণ রয়েছেঃ

প্রথম কারণঃ হাদীসটি তার কাছে পৌঁছেনি

যেকোন ব্যক্তি যার কাছে একটি হাদীস পৌঁছেনি সে এটার বাধ্যবাধকতার জ্ঞান না থাকার জন্য দায়ী নয়। অতএব কোন ব্যক্তির যদি এমন কোন বিষয়ে কিয়াস বা ইসতিহাদ[২] করার প্রয়োজন পড়ে এবং তার কাছে যদি সে বিষয়ের উপর কোন হাদীস না পৌঁছে; আর এ কারণে সে আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট একটি আয়াত এবং হাদীস দ্বারা একটি রায়ে পৌঁছায়; তাহলে কিছু ক্ষেত্রে তার মতামত হাদীসের সাথে মিলবে এবং অপর কিছু ক্ষেত্রে তা হয়ত মিলবে না।

---

[১] এটি ইমাম মালিক (রহঃ) ও অন্যান্য সালাফদের একটি উক্তি;

[২] অনুবাদকের মন্তব্যঃ যখন কোন কিছু হারাম হওয়ার জন্য কোন দলীল থাকে না, তখন অনমানের উপর ভিত্তি করে কোন রায় দেয়ার ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। এটি শুধু ইমান ও ইবাদত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন ব্যবসা-বানিজ্য, পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়সমূহ। এবং আল্লাহ্‌ই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কারণেই সালাফগণের মতামত কিছু কিছু হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধে গেছে। আর এ কথাটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর সব হাদীস পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করা এই উম্মাহ্‌র কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

নবী (সাঃ) হাদীস বর্ণনা করতেন, দ্বীন বিষয়ক রায় প্রদান করতেন, বিচার কার্য পরিচালনা করতেন অথবা অন্যান্য বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিতেন, এবং যারা যেখানে উপস্থিত ছিলেন তারাই তার কথা শুনতেন বা তাকে দেখতেন। এই লোকগুলো আবর অন্যান্যদের কাছে বা কিছু ব্যক্তিবিশেষের কাছে সেটি পৌঁছে দিতেন যাদেরকে তারা কাছে পেতেন। তাই সাহাবীদের মধ্য থেকে যারা জ্ঞানী, তাবেঈন এবং তাদের পরে যারা এসেছে এদের মধ্যে ঐ বিষয়ের জ্ঞান ততদূর পৌঁছাতো যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেছেন।

তারপর অন্য এক সমাবেশ তিনি (সাঃ) আবার হাদীস বর্ণনা করতেন, দ্বীন বিষয়ক রায় প্রদান করতেন, বিচার কার্য পরিচালনা করতেন বা অন্যান্য বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতেন এবং কিছু লোক যারা প্রথম সমাবেশে অনুপস্থিত ছিল তারা এটাতে উপস্থিত থাকত। তারপর তারা যাদেরকে পারত তাদেরকে এটা পৌঁছিয়ে দিত। তাই এই লোকগুলো এমন কিছু জ্ঞানের অধিকারী হত যা ঐ লোকগুলোর ছিল না এবং ঐ লোকগুলোও এমন কিছু জ্ঞানের অধিকারী হত যা এই লোকগুলোর ছিল না। এবং নিশ্চয় একারণে, সাহাবীগণ এবং তাদের পরবর্তীগণের মধ্য থেকে যারা অধিক জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন বা যারা এর উৎকার্ষতা ধারণ করেছেন তাদেরকে আলাদা করে চেনা যায়। সেজন্য এই দাবী করা অসম্ভব যে, একজন মাত্র মানুষ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর সব হাদীস ধারণ করতে পারে।

এর উদাহরণ দেখা যায় সঠিক হেদায়েত প্রাপ্ত খলিফাদের মাঝে, যারা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর ব্যাপারে; তার সুন্নাহ এবং তার পরিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন। বিশেষভাবে এটা আবু বকর আল সিদ্দিক (রাঃ) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কিনা নবী (সাঃ) থেকে কখনও পৃথক ছিলেন না, তিনি (সাঃ) উপস্থিত থাকুন বা ভ্রমণে থাকুন এমনকি কখনো কখনো তিনি মুসলিমদের বিষয়ে তার (সাঃ) সাথে কথা বলে রাত কাটিয়ে দিতেন। এটা ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ) এর ক্ষেত্রেও, সেজন্য নবী (সাঃ) প্রায় সময়ই বলতেনঃ "আবু বকর, ওমর এবং আমি প্রবেশ করেছি এবং আবু বকর, ওমর এবং আমি বের হয়েছি"।

এতদসত্ত্বেও যখন আবু বকর (রাঃ)-কে মাতামহের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেনঃ "এই বিষয়ের উপর আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্‌র মধ্য হতে আমার কিছু জানা নেই। যাইহোক আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবো", তাই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এবং আল মুগীরাহ ইব্‌নে শুবাহ (রাঃ) ও মুহাম্মদ ইব্‌নে মাসলামাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন যে, "নবী (সাঃ) তাকে (উত্তরাধিকার এর) ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। এই সুন্নাহটি ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) এর কাছেও পৌঁছে ছিল।[৩]

এই তিনজন ব্যক্তি জ্ঞানের দিক দিয়ে না আবু বকরের সমান না অন্য চারজন হেদায়েত প্রাপ্ত খলিফাদের সমান। যাইহোক তারা বিশেষভাবে এই সুন্নাহ্‌টির জ্ঞানের দিক দিয়ে বিশিষ্ট যার উপর আমল করার ব্যাপারে উম্মাহ একমত পোষণ করেছে।

অনুরূপভাবে ওমর (রাঃ) কারও বাড়িতে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার সুন্নাহ্‌টি জানতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবু মুসা আল আশয়ারী (রাঃ) তাকে অবহিত করেছেন, যাতে আনসারদের সমীপে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল[৪]। যদিও ওমর (রাঃ) তার থেকে বেশী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে তাকে এই সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।

ওমর (রাঃ) এটাও জানতেন না যে, একজন মহিলা তার মৃত স্বামীর রক্ত মুল্যের (দিয়াত) উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি এই মত ধারণ করেছিলেন যে, রক্ত মূল্য 'আক্বিলাহ'-র অধিকার ভুক্ত[৫]। এটা ততদিন পর্যন্ত কার্যকর ছিল যতদিন না কিছু আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কর্তৃক মনোনীত বেদুঈন (আল বাওয়াদি) আরবদের নেতা আদ দাহ্‌হাক ইব্‌নে সুফিয়ান আল কুলাবী (রা.) তাকে লিখে জানালেন যে, "আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আশিয়াম আদ-দাবাবী এর স্ত্রীকে তার (মৃত) স্বামীর রক্তমুল্যের উত্তরাধিকার দিয়েছেন।"[৬] তাই তিনি (ওমর) এই হাদীসের ভিত্তিতে তার মত পরিত্যাগ করেন এবং বলেন, "যদি আমরা এটা না শুনতাম তাহলে আমরা এর বিপরীত হুকুম দিতাম।"

তিনি মাজুসদের (অগ্নিপূজক) জিঝিয়া দেয়ার নিয়মের ব্যাপরেও জানতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রা.) তাকে অবহিত করেন যে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ " তাদের সাথে ঘরের (অর্থাৎ কাবার) লোকদের মত আচরণ কর।"[৭]

এবং যখন ওমর (রাঃ) 'সারগ'[৮] এ পৌঁছলেন এবং তার কাছে খবর পৌঁছল যে সেখানে (শামে) প্লেগের আবির্ভাব হয়েছে, তিনি প্রথমে তার সাথে উপস্থিত মুহাজিরদের কাছ থেকে পরামর্শ আহবান করলেন, তারপর আনসারদের কাছ থেকে, তারপর অন্য মুসলিমদের থেকে যারা মক্কা বিজয়ের সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তাদের প্রত্যেকে তাকে তাদের ব্যক্তিগত মত অনুযায়ী উপদেশ দিলেন এবং তাদের কেউই তাকে এই অবস্থায় সুন্নাহ্‌ সম্পর্কে অবহিত করেননি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ) পৌঁছলেন এবং পেস্নগের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্‌ সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন এবং তিনি

---

[৩] আলবানী ইরওয়া-উল-গালিল (নং-১৬৮০)-এ বলেছেনঃ "এই হাদীসটি আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযী কর্তৃক ক্বাবিসাহ ইব্‌নে দু'য়াইব থেকে মুরসাল আকারে বর্ণিত হয়েছে। এটি ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলোই মুরসাল, যাতে ইমরান ইব্‌নে হুসাইন এর হাদীসও অন্তর্ভুক্ত আছে।

[৪] আল-বুখারী আবু সাঈদ-আল-খুদরী (রাঃ) থেকে তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন- ফাতহুল বারী (১১/১৩)।

[৫] অনুবাদকের মন্তব্যঃ একদল লোক দেখল যে রক্তমূল্য সঠিক ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আল্লাহ্‌ এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

[৬] আহমেদ, আবুদাউ এবং আত-তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত, যারা বলেছেন এটি একটি হাসান সহীহ হাদীস। দেখুন-ইরওয়া-উল-সালিল (নং-২৬৪৯)

[৭] আশ-শাফিঈ তার মুসনাদে এটিকে মুরসাল আকারে বর্ণনা করেছেন এবং অন্য সনদেও একই শব্দে এটি মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে। আহমেদ, আবু দাউদ, আল-বুখারী এবং আত-তিরমিযী ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ "তিনি মাজুসদের (অগ্নিপূজক) থেকে জিঝিয়া সংগ্রহ করতেন না যতক্ষন না আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) 'হাজর' এর মাজুসদের থেকে এটি নিয়েছেন।"

[৮] এটি একটি স্থানের নাম যা শামের শেষ অংশে এবং হিজাজের প্রথমে, আল-মুগীসা এবং তাবুক এর মাঝখানে অবস্থিত।

(সাঃ) বলেছেনঃ "যদি তোমরা যেখানে অবস্থান কর সেখানে প্লেগের আবির্ভাব ঘটে তাহলে সেখান থেকে পলায়ন করো না এবং যদি তোমরা কোন জায়গায় পেস্নগের আবির্ভাবের খবর পাও তাহলে সেটির নিকটে যেও না।"[৯]

এবং উমর (রা.) এবং ইব্নে আব্বাস (রা.)-কে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছিল, কেউ যখন তার সালাতে সন্দেহ পোষণ করে যে তার ওযু আছে কি নাই তখন কি করতে হবে। এবং এই বিষয়ের সুন্নাহ তার কাছে পৌঁছেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না আবদুর রহমান ইব্নে আউফ (রাঃ) তাকে অবহিত করেছেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ "সমস্ত সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে দাও এবং ঐটার উপরে থাক যেটার ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত।"[১০]

এবং একবার ওমর (রাঃ) যখন সফরে ছিলেন তখন প্রচন্ডভাবে বাতাস বইতে লাগল, তাই তিনি বলতে লাগলেনঃ "কে আমাদের নিকট বাতাস সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করবে?" আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "এর সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে যখন আমি (যাত্রাপথে) সবার শেষের সারিতে ছিলাম। তাই আমি দ্রুত আমার বাহন জন্তুটিকে হাঁকলাম যতক্ষণ না আমি তার কাছে পৌঁছি। তারপর তার কাছে আমি বর্ণনা করেছিলাম বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় যা নবী (সাঃ) করতে নির্দেশ দিয়েছেন।"[১১]

এই উদাহরণগুলোতে দেখা যায় এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে ওমর (রাঃ) এর জ্ঞান ছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত না যারা তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমান নয় এমন কোন সাহাবা তাকে এটি অবহিত করেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন সুন্নাহ্র দৃষ্টিভঙ্গি (যা তার জানা ছিল না) তার কাছে না পৌঁছানোর ফলে তিনি এর বিপরীত ফয়সালা বা রায় প্রদান করেছেন। এটা হয়েছিল যখন তিনি আঙ্গুলের প্রদেয় রক্তপনের ব্যাপারে একটি ফয়সাল দিয়েছিলেন; যা তারা তাদের (আঙ্গুলের) ব্যবহার অনুযায়ী ভিন্ন হতো। তা সত্ত্বেও আবু মুসা এবং ইব্নে আব্বাস (রাঃ) যারা জ্ঞানের দিক দিয়ে তার থেকে অনেক নিচে, জানতেন যে নবী (সাঃ) বলেছেনঃ "এটা এবং এটা সমান" অর্থাৎ বুড়ো আঙ্গুল এবং কনিষ্ট আঙ্গুল।[১২] এই সুন্নাহটি মুয়ারিয়া (রাঃ) এর নেতৃত্বের সময় তার কাছেও পৌঁছানো হয়েছিল এবং তাই তিনি এটা অনুযায়ী বিচার করলেন, এবং মুসলিমরা এটা অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প খুঁজে পায়নি। তাই এই হাদীস ওমর (রাঃ) এর ত্রুটি নির্দেশ করে না, কারণ হাদীসটি তার কাছে পৌঁছেনি।

অধিকন্তু ওমর (রাঃ), তার ছেলে আবদুল্লাহ ইব্নে ওমর এবং অন্যান্য সালেহীনগণ মুহরিমকে (যে ইহরাম অবস্থায় থাকে) ইহরাম অবস্থায় এবং ইফাদাহ থেকে মক্কা যাওযার পূর্বে, আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পর সুগন্ধি লাগাতে নিষেধ করতেন। এবং আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস তাদের কাছে পৌঁছে নাই যেটাতে তিনি বলেনঃ "তিনি নিজের হাতা দু'খানা প্রসারিত করে বললেন আমি আমার এই দু'হাতেই নবী (সাঃ) এর ইহরাম বাধার সময় এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে ইহরাম খোলার সময় তাকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।"[১৩]

অনুরূপভাবে তিনি খুফ্স পরিধানকারীকে কোন নিদিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া ছাড়াই তার উপর মাসেহ (ওযুর সময়) করার নির্দেশ দিতেন, যদিও সে চটি পরিহিত থাকত। সালাফদের মধ্যে অনেকে এই ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করেছেন এবং তাদের কাছে ঐ হাদীসটি পৌঁছেনি যাতে এটা করার জন্য নির্দিষ্ট সময় উল্লেখিত ছিল। এবং এই হাদীসগুলো কিছু সাহাবী থেকে বিশ্বস্তসূত্রে বর্ণিত হয়েছে যারা জ্ঞানের দিক দিয়ে তার সমান ছিলেন না। অধিকন্তু এই বিষয়ের উপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে অসংখ্য বিশ্বস্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে[১৪]।

একই অবস্থা উসমান (রাঃ) এর বেলাতেও; কারণ তার জ্ঞান ছিল না যে, যে মহিলার স্বামী মারা গেছে তাকে তার (মৃত) স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দত পালন করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) এর বোন ফুরাইয়া বিনতে মালিক থেকে

---

[৯] আহমেদ, আল-বুখারী এবং মুসলিম আবদুর রহমান ইব্নে আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

[১০] আলবানী বলেনঃ "আহমেদ, মুসলিম, আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযী আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তারপর আহমেদ, আত-তিরমিযী এবং ইব্নে মাজাহ, আবদুর রহমান ইব্নে আউফ (রাঃ) থেকে এটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেনঃ"যদি তোমাদের কেউ তার সালাত সন্দেহে পতিত হয়, এরূপ যে সে জানে না এক (রাকআত) না দুই (রাকাত) পড়েছে, তাহলে এটাকে তার এক (রাকআত) মনে করা উচিত ...." এবং এখানে "সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে দাও" এর উলেস্নখ নেই এবং "অটল থাক যার উপর তুমি নিশ্চিত" এটা গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আলস্নাহ্ তার উপর রহমত নাযিল করুন্ন।

[১১] আলবানী বলেছেনঃ "এটা মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেনঃ "যখন প্রচন্ডভাবে বাতাস প্রবাহিত হত তখন নবী (সাঃ) বলতেনঃ" হে আল্লাহ্ আমি আপনার কাছে এর কল্যান প্রার্থনা করি, যে কল্যান এর মধে নিহিত থাকে এবং যে কল্যাণ আপনি এটার সাথে প্রেরন করেন। এবং আমি এর খারাপ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যে খারাপ এটার মধ্যে নিহিত থাকে। যে খারাপ আপনি এটার সাথে প্রেরন করেন।" এবং এটা আবু দাউদ এবং ইব্নে মাজা আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "বাতাস হচ্ছে আল্লাহ্র 'রুহ' থেকে। এটা রহমত নিয়ে এবং এটা আযাব নিয়ে আসে। তাই তুমি যদি এটাকে দেখ তাহলে গালি দিওনা, কিন্তু (এর বিপরীতে) আল্লাহ্র কাছে এর কল্যাণ প্রার্থনা কর এবং আল্লাহ্র কাছে এর খারাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।" এবং এটা একটি হাসান সহীহ হাদীস যেমন আল-হাফিজ ইব্নে হাজার (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

[১২] আল-বুখারী, আবূ দাউদ, ইব্নে মাজাহ এবং আন-নাসাঈ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

[১৩] মুত্তাফাকু 'আলাই (অর্থাৎ আল-বুখারী এবং মুসলিম উভয় থেকে বর্ণিত)

[১৪] আলবানী বলেনঃ "আহমাদ এবং মুসলিম এটা আলী (রাঃ) এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং আহমাদ, আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযী এটাকে খুজাইমাহ ইব্নে সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং এটা আন-নাসাঈ, আত-তিরমিযী এবং ইব্নে খুজাইমাহ কর্তৃক সাফওযান ইব্নে আমাল থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং শেষের দুজন এটাকে সহীহ বলেছেন। আদ-দারাকুতনী এটা বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে সহীহ বলেছেন। যেমন ইব্নে খুজাইমাহ আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে সহীহ বলেছেন। এই হাদীসগুলো জুতার উপর মাসেহ করার সময়ের দলীল বর্ণনা করে। যা মুক্বীম (স্থায়ী বাসিন্দা) এর জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত। আত-তিরমিযী বলেনঃ "এটা হচেছ নবী (সাঃ) এর আলেম সাহাবী এবং তাদের পরবর্তী ফুক্বাহাদের মত।"

তার এই অবস্থা সম্পর্কিত হাদীস শুনেছেন যখন তার স্বামী মারা যায়। এবং এটা ছিল যে, নবী (সাঃ) তাকে বলেছেনঃ "তুমি তোমার (মৃত) স্বামীর বাড়িতেই অবস্থানে কর যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়" তাই উসমান (রাঃ) এই হাদীসের ভিত্তিতে তার মত প্রতিষ্ঠিত করেন[১৫]। এবং একবার তার সমীপে উপহার হিসাবে কিছু শিকারকৃত প্রাণীর মাংস দেয়া হল যা তার উদ্দেশ্যে ধরা হয়েছিল। তাই তিনি এটা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে এমন সময় আলী ইব্নে আবী তালিব (রাঃ) তাকে অবহিত করলে যেঃ "নবী (সাঃ) কিছু মাংস ফেরত দিয়েছেন যেটা তার কাছে উপহার হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল।"[১৬]

অনুরূপভাবে আলী (রাঃ) বলেনঃ "যখন আমি আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) থেকে একটি বর্ণনা (হাদীস) শুনি, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন আমাকে এর থেকে উপকৃত করেন। কিন্তু যখন আমি অন্য কারো থেকে কোন কথা শুনতাম আমি তাকে এর উপর শপথ করাতাম; তাই যদি সে এটার উপর শপথ করত তাহলে আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। এবং একদা আবু বকর (রাঃ) আমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি সত্যতার সাথে এটা বলেছেন।" তারপর উসমান (রাঃ) তাওবার সালাতের বিখ্যাত হাদীসটি উল্লেখ করেন[১৭]।

অধিকন্তু তিনি, ইব্নে আব্বাস এবং অন্যান্যরা হুকুম ঘোষণা করেছেন যে, গর্ভবতী অবস্থায় যে মহিলার স্বামী মারা যায়, তাকে আরও দুটি অপেক্ষার সময়ের মধ্যে দীর্ঘতর সময় অপেক্ষা করতে হবে। এবং এই বিষয়ে সুরাই'য়া আল-আসলামিয়াহ এর ঘটনায়, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহটি তাদের কাছে পৌঁছেনি। সেজন্য যখন তার স্বামী মারা যায় তখন নবী (সাঃ) নিয়ম করেছেন যে, "তার ইদ্দত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সে বাচ্চা প্রসব করে।"[১৮]

অধিকন্তু তিনি, যায়িদ ইব্নে ওমর এবং অন্যান্যরা রায় দিয়েছেন কোন মহিলার যদি এমন একজন পুরুষের সাথে বিয়ে হয় যে অন্য ভূমিতে বাস করে, এমতাবস্থায় তার স্বামী যদি মারা যায় তাহলে সে মহিলা মোহরের কোন অংশ পাবে না। এই বিষয়ের উপর আলোচনা অত্যাধিক লম্বা, এমন বিষয়কে কেন্দ্র করে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীদের বর্ণনা অগণিত এবং অসংখ্য, তাদের থেকে তাদের পরে যারা এসেছে তাদের সম্পর্কে এরূপ সব ঘটনার হিসাব নেওয়া অসম্ভব, কারণ অবশ্যই এগুলো হাজারে গিয়ে পৌঁছবে। এবং অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে এই চারজন সাহাবী সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন, সবচেয়ে বোধ সম্পন্ন ছিলেন, সবচেয়ে আত্মসমর্পনকারী এবং মুত্তকী ছিলেন এবং গোটা উম্মাহ থেকে সবচেয়ে বেশী সদগুণ সম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং যারা তাদের পরে এসেছেন তারা মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক নিচে ছিলেন; এভাবে এটা খুবই সম্ভব যে তাদের কাছে কিছু সুন্নাহ অজানা থাকতে পারে। এবং এটার জন্য কোন ব্যাখ্যার দরকার নাই। তাই যে বিশ্বাস করে যে ইমামগণের মধ্যে কোন একজনের বা নির্দিষ্ট একজন ঈমামের দ্বারা বর্ণিত সকল হাদীসই সঠিক; সে একটি গর্হিত ও ঘৃণিত অপরাধ।

এবং কারো বলা উচিত না ঃ "প্রকৃতপক্ষে সব হাদীস বইয়ে লেখা এবং সংগ্রহীত আছে, তাই কিভাবে এটা কারো কাছ থেকে অজানা থাকতে পারে?" এই কথা সত্য থেকে অনেক দূরে;কারণ হাদীসের এই সকল প্রতিলিপি যেগুলো সুপরিচিত কিতাবসমূহে সংগৃহিত, সেগুলো এই সকল ইমামদের (যাদেরকে মানুষ অনুসরণ করেছিল) মৃত্যুর অনেক পরে সংগৃহীত হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। তা সত্ত্বেও এই দাবী করা কারো জন্য বৈধ নয় যে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) এর সব হাদীস শুধুমাত্র কিছু বইয়র মাঝেই সীমাবদ্ধ। এই বইগুলোর সব হাদীসই একজন আলেমের কাছে জানা থাকে না, না এটা কারো দ্বারা অর্জন করা সম্ভব। বরং একজন মানুষ লিখিত অসংখ্য হাদীস থাকা সত্ত্বেও সবগুলো আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে না। বরং একজন যিনি এই লিখিতভাবে সংগৃহীত হাদীসগুলোর পূর্বে জীবিত ছিলেন তারা তারপরে যারা এসেছে তারা সুন্নাহর বআপারে তাদের থেকে বেশী জ্ঞানী ছিলেন। এর কারণ হচ্ছে তাদের কাছে অনেক বেশী (হাদীস) পৌঁছেছিল এবং তারা সেগুলোকে তাদের মত অনুযায়ী সহীহ বিবেচনা করেছেন। যেগুলো আমাদের কাছে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী ব্যতীত পৌঁছেনি অথবা আমাদের কাছে এটি পরিপূর্ণ আকারে পৌঁছেনি বা একটি বিচ্ছিন্ন সনদসহ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এভাবে যে স্থানে সে হাদীস লিপিবদ্ধ করত সেটি তার অন্তরে গাঁথা ছিল এবং এরূপ অসংখ্য নথিভুক্ত প্রতিলিপি তাদের দখলে থাকত। এটি জ্ঞান থেকে আহরিত একটি বিধিসম্মত নির্দেশ, যাতে কোন সন্দেহ নেই।

এবং কারো বলা উচিত নয়, "যে কেউ সব হাদীস জানে না সে একজন মুজাতাহিদ হতে পারে না।" এর কারণ হচ্ছে নবী (সাঃ) নির্দেশ সম্পর্কিত বিষয়ে যা কিছু বলেছেন এবং করেছেন এর সব বিষয়ে জ্ঞান থাকা যদি একজন মুজতাহিদের শর্ত হতো তাহলে উম্মাহ এরূপ মুজতাহিদ কখনও দেখতো না, বরং একজন আলেমের ব্যপ্তি হচ্ছে শুধুমাত্র যে সে বেশীর ভাগ বিষয়ে অথবা হাদীসের একটি বৃহৎ অংশ জানে এমনভাবে যে, অল্প কিছু বিষয় ব্যতীত সাধারণ বিষয়াদির কোন কিছুই তার অজানা নয়। অতঃপর শুধুমাত্র এই সকল বিশেষ ক্ষেত্রে (যার ব্যপারে কোন জ্ঞান তার কাছে পৌঁছেনি) তার মতামত সুন্নাহর বিরুদ্ধে যেতে পারে।

---

[১৫] সুনানের সংকলকগণ এটি বর্ণনা করেছেন এবং আত-তিরমিযী, ইব্নে হিব্বান, আল-হাকিম এবং অন্যান্যরা এটিকে সহীহ বলেছেন। এটি সুরাইয়া বিনতে মালিক (রাঃ) এর হাদীস। দেখুন আল-মুসনাদ (৬/৩৭০)

[১৬] আহমাদ এটি তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন (১/১০০ ও ১০৪)

[১৭] আলবানী বলেছেনঃ "আহমাদ আবু দাউদ, আত-তিরমিযী এবং ইব্নে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে আবু বকর (রাঃ) আলস্নাহ্র রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "এমন কোন মানুষ নেই যে একটি পাপ করে, তারপর ওযু করে এবং তার ওযুকে পূর্ণাঙ্গ করে। তারপর সে দুই রাকাআত নামায আদায় করে এবং তারপর আলস্নাহ্র কাছে ড়্গমা চায় অথচ আলস্নাহ্ তাকে ড়্গমা করেন না।" তারপর তিনি (সাঃ) এই আয়াত তিলায়াত করেনঃ "আর যারা কোন অশস্নীল কার্য করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আলস্নাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ড়্গমা প্রার্থনা করে। আলস্নাহ্ ছাড়া কে পাপ ড়্গমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তারা পুনরাবৃত্তি করে না। ওরাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের রবের ড়্গমা ও জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম!"(সূরা আল ইমরানঃ ১৩৫-১৩৬) আল-হাফিজ ইবনে হাজার বলেছেন যে এই হাদীসের বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।

[১৮] সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ,ইব্নে মাজাহ থেকে কাছাকাছি বা একই শব্দ দ্বারা বর্ণিত।